স্বপ্নতরী

শুভ্রা রায়

গ্রন্থতীর্থ

সূচি

কৃষ্ণাচূড়া	৯
নব সূচনা	১০
স্বীকারক্তি	১১
কুহক	১৩
লহ প্রনাম	১৪
আমার পৃথিবী	১৫
ভ্রূণ হত্যা	১৭
'না'	১৮
প্রার্থনা	১৯
গোপন অভিসার	২০
মেঘ বৃষ্টির কলহ	২১
অভিমান	২২
ওরা পার্টি করে	২৩
ভেবে দেখো	২৫
বর্ষা	২৭
অবুঝ প্রেম	২৮
হিসাবি	২৯
নিহারীকা	৩০
ইচ্ছে মতন	৩১
বাঁচতে দাও	৩২
অসম্পূর্নতা	৩৩
সুন্দর সকাল	৩৪
Happy women's day	৩৫

সন্ত্রাস	৩৬
সময়	৩৭
রং-এর হোলি	৩৮
নীরবতা	৩৯
হাতছানি	৪০
তুমি আসবে বলে	৪১
স্বপ্ন এখন মৃত	৪২
হ্যাভলক	৪৩
হিমেল হাওয়া	৪৪
বরুন মাস্টার	৪৫
চেনাগলি	৪৭
বীজমন্ত্র	৪৮
বীরমন্ত্র	৪৯
অপেক্ষা	৫০
ভেবেছিলাম	৫১
এক বিরাট শূন্যতা	৫২
ভূস্বর্গ	৫৩
বৃষ্টি ভেজা দুপুর বেলা	৫৪
স্বার্থক জীবন	৫৫
তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট	৫৭
ইচ্ছেনদী	৫৮
কালবৈশাখী	৫৯
হারানো পথ	৬০
সুপ্ত কথা	৬১
জয়রাম রিক্সাওয়ালা	৬২
মিছিল	৬৪
অপেক্ষা	৬৫

কৃষ্ণাচূড়া

লালের আভায় লাল আগ্রাসী,
শত লাল ফুলে
রূপসজ্জায় পটিয়সী।
যেমন উচ্ছল যৌবনে
ফেনিল মধুরিমা,
তেমন রাঙা পথের দুধার দিয়ে
ঝরেছে সোনা ঝরা প্রেম।
তপ্ত চৈত্রের বুকে
মাখিয়ে লাল আবির খানি
লাস্যময়ী রমনীর মতন
আমি যে কৃষ্ণাচূড়া বনানী।
বড় ভালবেসে নীল আকাশের
সাথে করি সখ্যতা,
সোনাঝরা রোদে প্রেম পায় পূর্ণতা।
কতক শান্তির খোঁজে—
দগ্ধ রোদে এসে বসে পথিকের দল
ধন্য হয় আমার ছায়া ঘেরা তরুতল।
নর্তকীর বেশ ধরে
দুহাত ভরে উড়িয়ে ফেলি
মুঠো মুঠো লাল পাপড়ি-
মখমলের স্পর্শ পায়
সবুজ হারা রুক্ষভূমি।
বড় ভাল লাগায় মন ভরিয়েছি
আমি কৃষ্ণাচূড়া বনানী।

নব সূচনা

সব ভুলে গিয়ে এগিয়ে চলা,
পথ পাল্টে নিজেকে খুঁজে পাওয়া,
এক বার শুধু নিজেকে নিয়ে বাঁচতে চাই।
পৃথিবী ছেড়ে যাওয়ার আগে—
নব হৃদয়ের গন্ধ রেখে যেতে চাই।

মেয়ে, ঘরনী, মায়ের পরিচয়ে
বাঁচলাম অনেকগুলো বছর।
এবার পরিচয় একটু বদলে ফেলে
বাঁচবো আমি নিজের মতন।

ভোরের আকাশের রামধনু হয়ে
যাব কাল মেঘটাকে চিরে,
ভালো ভালো স্মৃতি গুলো
করবে লুটোপুটি টাটকা হৃদয় জুড়ে।

না পাওয়া ইচ্ছে গুলো
আর হারাবে না দমকা হাওয়ায়,
ক্লান্ত বৃন্ত হতে খসবেনা জুঁই গুলো,
দীপ্ত হবে আধপোড়া স্বপ্ন গুলো।

স্বীকারক্তি

কুন্ডুলী পাকিয়ে ধোঁয়া
উঠলো জলন্ত চিতা ছেড়ে,
বল না মেয়ে? কে পোড়ালো তোকে?

যেদিন আমার বাপটারে ছেড়ে
মা হলো পারভিন,
তখন আমার বয়স ছিল মাত্র তিন,
সেদিন আমার কপাল পুড়লো
বলছি আমি কষ্ট করে .....

যেদিন কারখানা বন্ধ হলো,
বাপটা টিবিতে পঙ্গুহলো
সেদিন আমাদের পেট পুড়লো
বলছি আমি কষ্ট করে.....

যেদিন আমার মনটাকে ফাঁকি দিয়ে
বাড়ির কথায় শিবু করলো বিয়ে,
তখন আমার বয়স কতো? পনেরো কিংবা ষোলো,
সেদিন আমার মন পুড়লো
বলছি আমি কষ্ট করে.....

দেনার দায়ে ঘর পুড়লো,
ক্ষুদার আগুন সব ছাড়াল,
সহ্যের বাঁধ সব হারাল,
সর্বহারা বাপ আমার, বিয়ে দিলো
বয়স তার ষাটের মতন,

বছর ঘুরতে জন্ম দিলাম—
দুই কন্যা কালো মতন
জন্মে তারা দেখলো আগুন
দোষটা তাদের আছে কী বলুন?
তখন আমার বয়স কত? সবে পঁচিশে পড়লো,
সেদিন আমার সর্বাঙ্গ পুড়লো,
আগুন শেষে চিতা জ্বললো,
বাঁচার লড়াই সাঙ্গ হলো
বলছি আমি স্পষ্ট করে.....।

কুহক

বকুলের শান্ত গন্ধ বয়ে যায়
রাতের স্নিগ্ধতাকে অবশ করে,
পুরোনো প্রেম স্পর্শ পায়
আকাশের বুকে তারা হয়ে।
যৌবনের আগল ভেঙ্গে শিউলি
চুমু দেয় শিশির ভেজা মাটিকে।
দুরে নিমের ডালে প্যাঁচার ডাকে
স্তব্ধ রাত্রে নামে গভীরতা।
কত স্পর্শ পেয়েও রাত থাকে একাকী.....
ছাতিম ফুলের পাগল করা সোহাগে
রাত সাড়া দেবে কখনো কী?
সময় যে বয়ে যায়
তিতাসের আঁকে বাঁকে,
মিলনে শান্ত হবে আমার কথা
রাত তুমি শুনছো কী?
ভোরের পাহারা লাগবে
রাতের পাঁচিলে,
সবুর আর সয় না, রাত তুমি ভাবছো কী?